মুজিবনগর স্থল বন্দরের কাস্টমস স্টেশনের গেজেট প্রকাশ

মেহেরপুরের মুজিবনগর স্থলবন্দরের জন্য স্থল কাস্টমস স্টেশন অবিলম্বে চালু করার জন্য গেজেট প্রকাশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ গেজেট প্রকাশ করেছে। গেজেটে মুজিবনগর স্বাধীনতা সড়ক হয়ে ভারতের নদীয়া জেলার চাপড়া-কৃষ্ণনগর সড়ক দিয়ে ভারতে যাত্রী চলাচল ও পণ্য আমাদানী ও রপ্তানী করা যাবে। তবে অবকাঠামো উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত কেবল যাত্রী চলাচল করতে পারবে।

স্বাধীনতার সূতিকাগার মেহেরপুরের মুজিবনগর (তৎকালীন বৈদ্যনাথতলা) থেকে ভারতের নদীয়া পর্যন্ত ঐতিহাসিক সেই সড়ক। যে সড়ক ধরে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল জাতীয় চার নেতা মুজিবনগরের আম্রকাননে এসে শপথ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম সরকারের। জাতীয় চার নেতার সাথে এই সড়ক ধরে এসেছিলেন অসংখ্যা বিদেশি সংবাদকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা।

স্বাধীনতার দির্ঘ সময় পরে হলেও মুজিবনগর-কলকাতা “স্বাধীনতা সড়ক” নির্মাণ করছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। এক কোটি চার লাখ টাকা ব্যয়ে ইতিমধ্যে নির্মাণ হয়েছে স্বাধীনতা সড়ক।

গাংনীতে এক্সকাভেটর দিয়ে মাটি কাটায় প্রতিবেশীর দ্বিতল ভবন ধস

মেহেরপুরের গাংনীতে নজরুল ইসলাম নামের এক কলেজ শিক্ষককের খামখেয়ালিপনার কারনে প্রতিবেশী আব্দুল আলিমের দ্বিতীয় তলা ভবন

ধসে যেতে বসেছে।

ইমারত নীতিমালা ও পৌরসভার ভবন আইন লঙ্ঘন করে মাটি কাটার কারনে বৃহস্পতিবার ভোরে গাংনী পৌর এলাকার ঈদগাঁ পাড়ার ঐ বাড়ির তলার নীচের অংশ ধসে গেছে। এ ঘটনায় ভবনের বাসিন্দারা আতংকিত হয়ে ভবন ছেড়ে বাইরে অবস্থান করছে।

অভিযুক্ত নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পৌর মেয়র ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে ভুক্তভুগী আব্দুল আলিম।

বাড়ির মালিক আব্দুল আলিম বলেন, ১৯৯৫ সালে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের ঈদগাঁ পাড়াতে ৩ শতক জমির উপর দ্বিতলভবন নির্মান করে বসবাস করে আসছি। হঠাৎ গতকাল বুধবার হারদী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ও বানিয়াপুকুর গ্রামের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম তার বাড়ির সাথে বাড়ি নির্মাণের জন্য এক্সকাভেটর মেসিন দিয়ে মাটি কাটা শুরু করে। মাটি কাটতে কাটতে বাড়ির নীচ পর্যন্ত চলে আসে। বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ির নীচের অংশ ধসে যায়। এছাড়া ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তিনি এ ঘটনায় ক্ষতিপুরন ও দায়ি নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পৌর মেয়র ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন বলে তিনি জানান।

আব্দুল আলিমের স্ত্রী জেসমিন খাতুন কান্না বিজড়িত কন্ঠে বলেন, অনেক কষ্ট করে জীবনের সব উপার্জন দিয়ে দ্বিতল ভবন নির্মান করে বসবাস করার পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া দিয়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। কলেজ শিক্ষক নজরুল ইসলামের ক্ষমতার দাপটে তাদের সপ্নের ঘর ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি অভিযুক্তের বিচারের পাশাপাশি ক্ষতিপুরনের দাবি করেন।

স্থানীয়রা জানান, প্রভাবশালী কলেজ শিক্ষক নজরুল ইসলাম গোপালনগর গ্রামের প্রবেশ মুখে ও পৌরসভার সীমানা পিলারের কাছে একটি সেতু রয়েছে ক্ষমতার দাপটে সেতুর মুখে প্রাচীর দিয়ে পানি প্রবাহ বন্ধ করলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। ব্রীজ দখলের কারনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় প্রশাসন সমালোচনার মুখে পড়ে। প্রভাবশালী হওয়ার কারনে কলেজ শিক্ষক নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেনা।

অভিযুক্ত কলেজ শিক্ষক নজরুল ইসলাম বলেন, একটা ঘটনা ঘটে গেছে কি আর করার। তবে ভবনটাকে রক্ষা করার চেষ্টা চলছে।
বামন্দী ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইছাহাক আলী বলেন, বিষয়টি জানার পর ঘটনাটি সরেজমিন তদন্ত করার জন্য টিম পাঠানো হয়েছে। তবে ভবন যে কোন সময় ভেঙ্গে যেতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে। একারনে ভবনের বাসিন্দাদের ঘরে অবস্থান না করার জন্য বলা হয়েছে।

গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী বলেন, নজরুল ইসলাম ভবন অনুমোদনের শর্ত ভঙ্গ করেছে। আইনগতভাবে বিষয়টি দেখভাল করা হচ্ছে। অবশ্যই আইন অনুযায়ী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানম বলেন, ক্ষতিগ্রস্থ ভবন মালিক লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। বিষয়টি পৌর মেয়রের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গার বৈদ্যনাথপুরে মোটর সাইকেলের ধাক্কায় চালকসহ দু’জন আহত

আলমডাঙ্গার বৈদ্যনাথপুর মোড়ে দ্রুত গতির মোটর সাইকেলের ধাক্কায় রমজান আলী (৫৫) নামের এক পথচারী আহত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনায় মোটর সাইকেল চালক ইমন (২০) ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে । আহত ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় তাকে হারদী থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের মৃত নূর বক্সের ছেলে রমজান আলী সন্ধ্যায় বৈদ্যনাথপুর মোড়ে দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। এ সময় বৈদ্যনাথপুর গ্রামের নুরু ব্যাপারীর ছেলে ইমন মোটর সাইকেল নিয়ে দ্রুত গতিতে ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পথচারী

রমজান আলীকে ধাক্কা দেয়।

এতে রমজান আলী রাস্তার উপর পড়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাকে উদ্ধার করে হারদী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ সময় ইমন আলীও মারাত্মক আহত হন। তাকেও হারদী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে রমজান আলীর অবস্থা আশংকাজন হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে পরিবারিক সুত্রে জানা গেছে ।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও একটি সমবায় সমিতি

মেহেপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে স্বর্ণালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের কাছে থেকে কয়েক কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করে উধাও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গাড়াবাড়িয়াসহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষকে অতিরিক্ত লাভ দেখিয়ে গ্রাহক তৈরি করে কয়েক বছর ধরে অবৈধভাবে এ আমানত সংগ্রহ করতে প্রতিষ্ঠানের প্রধান (সভাপতি) মাহিরুল ইসলাম। আমানতের পরিমাণ সঠিক করে বলতে না পারলেও কয়েক কোটি টাকা হবে ধারণা করছেন গ্রাহকরা। কয়েকদিন ধরে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে মাহিরুল ইসলাম গা ঢাকা দিয়েছেন।

বুধবার দুপুরে ওই সমিতিতে অনেক গ্রাহকের লাভের টাকা নিতে এসে অফিস বন্ধ থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সেখানে জমায়েত হন। গাড়াবাড়িয়া গ্রামে মাছের ব্যবসা করেন সবুর আলী। অতিরিক্ত লাভ পাবার আশায় স্বর্ণালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতিতে ৬ লাখ টাকা ডিপোজিট করেছিলেন। কয়েক মাস লাখে এক হাজার ৬শ টাকা করে লাভও পেয়েছেন। কিন্তু গত মাসে তাকে আর লাভ দেওয়া হয়নি। এদিকে হঠাৎ করে গত মঙ্গলবার থেকে অফিস বন্ধ থাকায় তিনি পড়েছেন বিপাকে।

সবুর আলীর মত অতিলোভে একই প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা করেছেন রবিউল ইসলাম ৩ লাখ ৭০ হাজার, ফিরোজ হোসেন সাড়ে ৩ লাখ, জারাফত আলী (অবসরপ্রাপ্ত পিয়ন) ২ লাখ, জলিল মণ্ডল ৪ লাখ ৩০ হাজার, তোজাম্মেল হক ১ লাখ টাকা, আব্দুস সাত্তার ৪ লাখ, হানুফা বেগম রেখেছেন ৬০ হাজার টাকা। এধরণের শত খানেক মানুষকে গ্রাহক বানিয়ে তাদের কাছে থেকে কয়েক কোটি টাকা সংগ্রহ করেছেন প্রতিষ্ঠান প্রধান মাহিরুল ইসলাম।

এ বিষয়ে স্বর্ণালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির সভাপতি মাহিরুল ইসলামের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

স্বর্ণালী সঞ্চয় ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেডের মাঠকর্মী সাহারুল ইসলাম বলেন, তিনি মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। সংস্থার পরিচালক মাহিরুল ইসলাম সব লেনদেন করতেন। এখন মাহিরুলকে তারাও খুঁজে পাচ্ছেন না।

স্থানীয়রা জানান, গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের মাহিরুল ইসলাম ২০১৬ সালে স্বর্ণালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি নামের ওই প্রতিষ্ঠানটি গাড়াবাড়িয়া গ্রামে কার্যক্রম শুরু করে। প্রথম থেকেই তারা স্থানীয় কয়েকজনকে নিয়োগ দেয় কর্মী হিসেবে। বিভিন্ন দোকানে দোকানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে প্রতিদিন সেই ঋণের কিস্তি আদায় করে থাকে। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক মাহিরুল ইসলাম গোপনে অতিরিক্ত লাভ দেওয়ার কথা বলে গ্রাহকদের কাছে থেকে টাকা নিয়ে ডিপোজিট করতো এটা স্থানীয় কেউ জানতো না। গত দুদিন ধরে প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিষয়টি এলাকার মানুষ জানতে পেরেছে।

গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক মন্টু বলেন, স্বর্ণালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির মেহেরপুর জেলা কার্যালয় থেকে ২০১৩ সালে নিবন্ধন পেয়েছে। গত অডিট রিপোর্টে তাদের সঞ্চয় দেখানো হয়েছে ১০ লাখ ৩৪হাজার ৬৮০ টাকা, ঋণ দেখানো হয়েছে ১৪ লাখ ৪ হাজার ২৮৬ এবং শেয়ার দেখানো হয়েছে ৩৫ হাজার ৬শ টাকা। সদস্য সংখ্যা ১১৮ জন।

তিনি বলেন, সমবায় থেকে নিবন্ধন নেওয়া কোন প্রতিষ্ঠান আমানত সংগ্রহ (এফডিআর) করতে পারেন না। যেটা কাউকে না জানিয়ে অবৈধভাবে ওই প্রতিষ্ঠান করেছে। গ্রাহকের টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে প্রতিষ্ঠানের দেওয়া সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মোবাইল নম্বরে

যোগাযোগ করা হলে দুটি নম্বরই বন্ধ পাওয়া গেছে। বিষয়টি জেলা কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, বিষয়টি শুনেছি। তবে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে থেকে কেউ লিখিত বা মৌখিকভাবে কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ওই প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রানী সম্পদ অফিসের হলরুমে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষন অনুষ্টিত।

গতকাল বুধবার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের বিখ্যাত,যে কারনে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল চুয়াডাঙ্গার ব্রান্ডিং। তোমরা সঠিক ভাবে ছাগল পালন করবে, ছাগল পালন করে অনেকে নিজেকে সাবলম্বি হয়েছে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ও সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার আরমান আলী ও আলমডাঙ্গা প্রানী সম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডাঃ বায়োজিদ খন্দকার।

প্রশিক্ষণে ৩০ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।

দর্শনায় দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

দর্শনায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুর দেড় টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণ চাঁদপুর হল্ট স্টেশন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে মেসার্স রিয়াদ হোটেলকে ১০ হাজার টাকা ও মেসার্স খান স্টোরকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
রিয়াদ হোটেলকে ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ আইনের ২০০৯ সনের ৩৮ এর (ক) ধারায় ৩ হাজার ও ৪৩ এর (খ) ধারায় ৭ হাজার এবং খান স্টোরকে একই আইনের ৫১ (ক) ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী কমিশনার সজল আহম্মেদ।

দামুড়হুদায় ডিসি নজরুল ইসলাম সরকারকে বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকারের পদোন্নতি জনিত বিদায় উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার। অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

উপজেলা চেয়ারম্যান বাবু তাঁর বক্তব্যে বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীসহ আমরা একজন সৎ ও আদর্শবান জেলা প্রশাসককে হারালাম, তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা বুঝার উপায় ছিলোনা, সাধারন মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। তার কর্মজীবন সমৃদ্ধি হোক, যদিও তিনি বাংলাদেশ সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি পেয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি বাংলাদেশের যেখানেই থাকুন না কেন, চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসী আপনাকে কখনো ভুলবে না। আপনিও সকল সময় চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর কথা মনে রাখবেন সেই কামনায় করি।

বিদায়ী জেলা প্রশাসক তাঁর আবেগঘন বিদায়ী বক্তব্যে বলেন, আমি চুয়াডাঙ্গা জেলায় চাকুরী করেছি বলে মনে হয় না। জেলার সকল এলাকায় সকল কাজে আমি প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সহ সর্বসাধারণের সকল সহযোগিতা পেয়েছি, আজকে মনে হচ্ছে আমি বিদায় নিচ্ছি, আমি কখনো এই জেলাবাসীকে ভুলবো না, আমি যেখানেই থাকিনা কেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আমার হৃদয় জুড়ে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, বিটিভি জেলা প্রতিনিধি রাজন রাশেদ, উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসার ডাঃ মশিউর রহমান, সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হুছনে জাহান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইরচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আহমদ, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলি ইউপি চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত), ওয়াদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার সাঈদ হাসান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ইসহাক, কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল গফুর, সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক আকলিমা

খাতুন, আবৃত্তি শিক্ষক আফসানা কনা, নজরুল সংগীত শিল্পী নিশাত সারমিন সোনিয়া সহ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন সহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সভা শেষে বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারকে আগত সকলেই অশ্রুসজল চোখে ফুলে ফুলে বিদায় জনান। উপস্থিত সকলেই আবেগে আপ্লূত হয়ে পারেন। এবং প্রিয় ব্যাক্তিটিকে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসকের পদ থেকে শেষ বারের মতো বিদায় জানান।

জীবননগরে দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ

জীবননগরে অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে তিনটার সময় সেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধু ফাউন্ডেশন, ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী ও যুব ফোরামের যৌথ উদ্যোগে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের হরিহরনগর গ্রামে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

হহিরনগর যুব ফোরামের সভাপতি মনির হোসেন সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দরিদ্র মানুষের বাড়িতে গিয়ে কম্বল পৌছে দেন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী জীবননগর শাখার সভাপতি মিঠুন মাহমুদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সমন্বয়কারী আশাদুজ্জামান লিটন, জীবননগর বন্ধু ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সাংগাঠনিক সম্পাদক তুহিন, যুব ফোরামের সদস্য শাওন, রুহুল, সাহেব, সোহাগ, বিল্লাল, শরিফুল প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক রুবেল হোসেন।

জীবননগরে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলামকে বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারকে বিদায় সংবধনা প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এ বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার বিদায়ী জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় কাজ করা অবস্থায় আমি আমার নিজ জেলা মনে করে কাজ করছি। যতটুকু পেরেছি মানুষকে সেবা দেওয়ার চেষ্ঠা করেছি। এ জেলার মানুষের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ।এ জেলার মানুষের কথা আমিও কখনও ভুলবো না।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, জীবননগর পৌর সভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু, সাধারন সম্পাদক কাজী শামসুল রহমান চঞ্জল, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান, উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম, হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস, বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, সেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধু ফাউন্ডেশন ও ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সভাপতি মিঠুন মাহমুদ, সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, সাংগাঠনিক সম্পাদক তুহিনসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে ট্রেনে কাটা পড়ে কিশোরের মৃত্যু

জীবননগরে ট্রেনে কেটে নাজির হোসেন (১৬) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২ টার সময় জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বাজদিয়া গ্রামের কুবরেগাড়ী নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নাজির হোসেন বাজদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার আনোয়ার হোসেনের ছেলে। সে পেশায় একজন ইট ভাটার শ্রমিক ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, নাজির হোসেন মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২ টার সময় খান ইট থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন।সে কুবরেগাড়ী লাইন পাড়া নামক স্থানে রেললাইনের উপর দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় খুলনা হতে ঢাকা গামী আন্তঃনগর চিত্রা এক্সপ্রেস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নাজির হোসেনের মৃত্যু হয়।

পরে স্থানীয়দের সহযোগীতায় ওই কিশোরের মরদেহের চারটি খন্ড বস্তায় করে বাড়িতে নেয়া হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য জহিরুল হক বলেন, কিশোর নাজির হোসেন মানষিক ভারসাম্যহীন ছিল বলে তার পরিবার সুত্রে জানতে পেরেছি।সে হয়ত রেললাইন পার হওয়ার সময় অসাবধানতায় ট্রেনের নিচে পড়লে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এ সময় তার শরীর চারখন্ড হয়ে যায়। পরে এলাকার কিছু শ্রমিক বস্তায় করে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

জীবননগর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল খালেক বলেন, বিষয়টি শোনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে ছিলাম এবং রেল পুলিশকে জানানো হয়। এদিকে কিশোর নাজির হোসেনের মৃত্যুতে নিহতর পরিবার সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।